প্রথম দেখা

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

তার সাথে আমার প্রথম দেখা চিটাগাং মেলে -
(কে জানতো জন্ম নেবে ভীরু প্রেম সে রাতের রেলে।)
অসুস্থ মাকে নিয়ে ফিরছিলো তন্বী সে নওল কিশোরী
সাথে তার ছোট ভাই।

তার দুটি হাত ভরা চুড়ি
রিনি ঝিনি বাজছিলো দূরাগত সংগীতের মত -
চতুর্থ যাত্রী আমি সে কামরার,
তাই বুঝি সে মেয়ের দৃষ্টি আনত ।
লাজ নম্র চোখে তার যেন ছিল অতলান্ত মায়া -
ভোরের শান্ত আলো, রোদেলা দুপুরে স্নিগ্ধ ছায়া ।

সঙ্গী ভাইয়ের সাথে খুনসুটি তার
অপরূপ ছবি হয়ে ভাসছিল দু চোখে আমার ।
দমকা হাওয়ায় কভু সে মেয়ের খোলা কালো চুল
ঢেকে দিচ্ছিল তার ব্রীড়ানত আরক্ত কপোল ।
ওষ্ঠে তাহার ছিল মোনালিসা হাসি
শব্দহীন; সে হাসি যেন মন কাঁড়া বাঁশী ।

ভবিষ্যৎ প্রকৌশলী গ্রীষ্মের ছুটি শেষে ফিরছি ঢাকায় -
(বরাবর তৃতীয় শ্রেনীর যাত্রী, সহপাঠি বন্ধুর বাবার দয়ায়
পেয়েছি এ প্রথম শ্রেনীর রেল-পাস -
আর তাতে ই তো হলো সর্বনাশ!)
দেখলাম অনাবিল, নিষ্কলুষ সুন্দরের রূপ-
সে যেন সুরেলা গান, অনাঘ্রাত ধূপ ।
ট্রেনের জানালা দিয়ে চেয়ে দেখি ম্লান জোছনায়
তীব্র বেগে মাঠ, নদী, গাছ-পালা দিগন্তে ধায়।
সেই সাথে ছুটে চলে বিচিত্র ভাবনা আমার
মনের বীনায় বাজে টুং টাং সুরের বাহার ।
একে তো রাতের ট্রেন, কামরা নিঝুম
ট্রেনের দোলায় মোর চোখে নামে রাজ্যের ঘুম।
হঠাৎ চমকে জাগি, কাহার ব্যাকুল কণ্ঠস্বর
কানে আসে, সাড়া তোলে প্রাণের ভিতর।
সহযাত্রী সে মেয়েটি ডাকছে আমায় ‘এই যে শুনুন -
সাহানা আমার নাম, দয়া করে একটু উঠুন,
মার যেন কি হয়েছে, এখন কি করি?’
দ্রুত তার কাছে যাই, সংকোচে হাত তার ধরি,
টের পাই মহিলার নাড়ি অতি ক্ষীণ,

মনে হল জ্বরের বিকারে তার অবস্থা সঙ্গিন।

আমি বলি ‘গায়ে তাপ, প্রয়োজন জ্বর নামাবার;
কুমিল্লা এল বলে, সেথা নেমে দেখাবো ডাক্তার।
আমার খালার বাড়ী এ শহরে, তার ওখানে গেলে
চিকিৎসা পাওয়া যাবে। অনুমতি পেলে
নামার ব্যবস্থা করি। নাই কোন ভয়,
সব ঠিক হয়ে যাবে আমি নিসংশয়।’
সে মেয়েতো কেঁদে সারা, মুখে তার কোন কথা নেই;
ভয়েতে বিমুঢ় সে যে, হারিয়ে ফেলেছে তার চিন্তার খেই।
রুমাল ভিজিয়ে জলে রোগিনীর কপালেতে রাখি -
রাতের চাটগাঁ মেল ধেয়ে চলে; বহু পথ বাকী।

কুমিল্লা নেমে গিয়ে রাতের তৃতীয় যামে
ব্যবস্থা হল চিকিৎসার,
সংজ্ঞাহীনা সে নারীর ‘অবস্থা ভাল নয়’
বলেন ডাক্তার।

ঢাকায় খবর দিই, কাকভোরে দরজায় শুনি কড়া নাড়া,
‘ম্যাডামকে নিয়ে যেতে ঢাকা থেকে আসছি’, ওরা দেন সাড়া।
‘কিভাবে নেবেন তাকে? এখনো ফেরেনি তার পূর্ণ চেতনা।’
‘এম্বুলেন্স সাথে আছে, আরো আছে নার্স চেনা-জানা।’
‘রাস্তার ঝাঁকুনিতে ক্ষতি হবে,’
আব্বাকে বলবেন ‘বলেছে সাহানা,
কাল যাবো, আজ যাওয়া মানা।’

খালার যত্ন পেয়ে দুই দিন পর,
রোগিনীর ছেড়ে গেল জ্বর।
ঢাকা থেকে গাড়ী এলো রোগিণীকে নিতে
সাহানা আমায় ডেকে বললো নিভৃতে
‘আপনিও যাচ্ছেন আমাদের সাথে।’
আমি বলি ’সে কি করে হয়?’
মৃদু হেসে বলে সে যে ‘শানুর হুকুমে মহাশয়।’

তিন যুগ আগেকার সে রাতের চিটাগাং মেলে
সেই ছিল পহেলা সাক্ষাৎ;
আজো যবে মনে পড়ে কখনো হঠাৎ
সাহানা - শানুর ছবি চোখে মোর ভাসে
প্রথম আলোর মতো মনের আকাশে।

সিডনী, মার্চ ১৬, ২০০৬